দৈনিক
ইত্তেফাক

- 9 FEB 2017
২৪ ৬

নানা সংকটে স্থবির মজিদা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম

■ লালমনিরহাট প্রতিনিধি

নারী শিক্ষা বিস্তারে লালমনিরহাট জেলার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মজিদা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজে বহুমুখী সংকটের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। একই সাথে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে। এ সমস্যা সমাধানে নেই কোনো প্রচেষ্টা।

১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত লালমনিরহাট সরকারি মহিলা কলেজ ১৯৯৭ সালে জাতীয়করণ হয়। ওই সময়ের একজন অধ্যক্ষ ও ২৮জন প্রভাষকের মধ্যে অনেকেই অবসরে গেছেন। কেউবা পদোন্নতি নিয়ে অন্য কলেজে চলে গেছেন।

*** শিক্ষক সংকট**
*** শিক্ষকের নতুন পদ তৈরি হয়নি**
*** অনার্স কোর্স চালু নেই**
*** নানা কারণে কলেজে ক্লাস প্রায়ই বন্ধ**
*** একাডেমিক ভবন নেই**

এখানে ২৮ টি প্রভাষকের পদ থাকলেও বর্তমানে কলেজটিতে মাত্র ৯জন প্রভাষক কর্মরত রয়েছেন। শূন্য পদগুলোতে অন্য কলেজ থেকে শিক্ষক ধার করে কোনো রকমেই চলছে পাঠদান কার্যক্রম। শুধু তাই নয়, এ কলেজটিতে সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের কোনো পদ আজও তৈরি হয়নি।

১৯৯৭ সালে দেশের ১৮টি জেলা শহরের মহিলা কলেজের সঙ্গে এ কলেজটি জাতীয়করণ করা হয়। ইতোমধ্যে দেশের অন্য জেলার ১৭টি সরকারি মহিলা কলেজে অনার্স কোর্স চালু হয়েছে। শুধু ব্যতিক্রম লালমনিরহাট মজিদা খাতুন সরকারি মহিলা কলেজ। অর্নাস কোর্স চালু না থাকায় এ জেলায় মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার পথ সংকুচিত হচ্ছে বলে মনে করছেন এলাকার সচেতন মানুষ। তাদের দাবি, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য এ কলেজে আনার্স কোর্স চালু করা খুবই প্রয়োজন।

বর্তমানে কলেজটিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগ, মানবিক বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৯শ ৭৫জন ও ডিগ্রি পাস কোর্সে ৬শ ৩জন শিক্ষার্থী অধ্যায়নরত রয়েছে।

এসব শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের অভিযোগ রয়েছে, নিয়মিত ক্লাস না হয়ে বছরের বেশির ভাগ সময়েই এ কলেজের ক্লাস বন্ধ থাকছে।

নিয়মিত ক্লাস না হওয়ার বিষয় কলেজ কর্তৃপক্ষ ইত্তেফাককে জানায়, কলেজটিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা ও দিনাজপুর বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র থাকায় বছরের প্রায় নয় মাস বিভিন্ন পরীক্ষা চলে। তাই স্থান সংকটের কারণে ক্লাস নিয়মিত হয় না। এ কলেজটিতে একটি মাত্র একাডেমিক ভবন তৈরি হলে শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী ক্লাস করতে পারতো। একাডেমিক ভবনের জন্য শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ থেকে একাধিকবার কলেজ পরিদর্শন ও মাপ-যোগ করে নিয়ে যাওয়া হলেও এখানো পর্যন্ত এর কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি।

একাডেমিক ভবনের বিষয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী মেহেদী ইকবাল জানান, 'আমারা একাডেমিক ভবনের জন্য চাহিদা পত্র পাঠিয়েছি। এখনো বরাদ্দ পাওয়া যায়নি, বরাদ্দ পেলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক প্রভাষক জাকির হোসাইন বলেন, কলেজটিতে কোনো বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু নেই, শিক্ষকদের থাকার মতো কোনো ডরমেটরি নেই। এ জন্য প্রতি বিসিএসের নিয়োগের সময় দুএকজন শিক্ষককে পদায়ন দেওয়া হয়। তারা তাদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য অন্য কলেজে চলে যান।

কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান, 'আমি এখানে চলতি সপ্তাহে যোগদান করেছি। শিক্ষক সংকট এর বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। বাকি সমস্যগুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

এ বিষয়ে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মতিয়ার রহমান বলেন, ওই কলেজের শিক্ষকদের অসহযোগিতার ফলেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।